আত্মার কালো আয়না Unlock
এক নিষিদ্ধ আমল

রচয়িতা
হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির
আধ্যাত্মিক সাধক,আমিল-এ-কামিল

"আত্মার কালো আয়না Unlock — নিজের ফেরেশতা বা শয়তান রূপ দেখার নিষিদ্ধ আমল"

উপস্থাপক: হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির, আধ্যাত্মিক সাধক, আমিল-এ-কামিল

অধ্যায় ১: ভয়ংকর সত্যের দরজা

ভাবো, এমন এক রাত যখন ঘুম তোমার চোখে নেই। চারপাশ নীরব, শুধু বাতাসের হালকা শিস। তুমি এক কালো আয়নার সামনে বসে আছো কিন্তু এই আয়না বাজারে কেনা নয়, এটি তৈরি হয়েছে এক প্রাচীন রুহানি ফর্মুলায়। হঠাৎ আয়নার ভেতরে যেন এক কুয়াশা জমে। ধীরে ধীরে সেখানে দেখা দিচ্ছে এক মুখ কিন্তু সেটা তোমার নয় ওটা হয়তো তোমার ফেরেশতা রূপ, আর হয়তো শয়তানি রূপ। আমি হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির। আজ আমি তোমাকে সেই আয়নার রহস্যের এতটা বলব, যাতে তুমি বুঝতে পারো এর শক্তি কেমন ভয়ংকর। কিন্তু পুরোটা জানতে চাইলে তোমাকে সাহসী হতে হবে! খুব সাহসী।

অধ্যায় ২: আয়নার জন্ম কাহিনী

আল্লাহ তায়ালা হযরত সুলাইমান (আঃ)-কে এমন জ্ঞান দিয়েছিলেন, যা জ্বীন, ফেরেশতা, ও প্রকৃতির রহস্য উন্মোচন করত। তাঁর দরবারে ছিল এক গোপন রুহানি বস্তু "আয়না-এ-মালাকুত"। বলা হয়, এই আয়না দিয়ে সুলাইমান (আঃ) মানুষের অন্তরের গোপন সত্য দেখতেন।

শতাব্দী পরে, এক সুফি মুর্শিদ হাকিম বালখি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এই আয়নার একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ তৈরি করেন। সেটা ছিল সম্পূর্ণ কালো, যেন গভীর কূপের পানি। কিন্তু একবার তাতে তাকালে তুমি আর আগের মতো থাকো না।

অধ্যায় ৩: কুরআনের রহস্যময় ইঙ্গিত

আল্লাহ বলেন— "يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ" **(সূরা আত-তারিক, আয়াত ৯)** অর্থ: "যেদিন অন্তরের সব গোপন রহস্য প্রকাশ পাবে।" সুফিরা বিশ্বাস করেন, কালো আয়না সেই দিনের পূর্বাভাস যেখানে আল্লাহ কারো কারো সামনে আগেই সত্য উন্মোচন করেন। আরেক জায়গায় আল্লাহ বলেন— "ثم سواه ونفخ فيه من روحه" **(সূরা সাজদাহ, ৯)** অর্থ: "আল্লাহ তাকে গঠন করলেন এবং তাঁর রূহ থেকে ফুঁ দিলেন।" এই রূহেরই সত্য রূপ এই আয়নায় প্রকাশিত হয়।

অধ্যায় ৪: সুফি মুর্শিদের বাস্তব অভিজ্ঞতা

হযরত কামাল উদ্দিন চিশতী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর কাছে এক যুবক এল। সে বাহ্যিকভাবে খুব ধার্মিক ছিল, কিন্তু অহংকারে ভরা। মুর্শিদ তাকে সাত রাত বিশেষ জিকিরে রাখলেন। সপ্তম রাতে কালো আয়নার সামনে বসানো হলো। কয়েক মিনিট পর সে চিৎকার করে পড়ে গেল। পরে জানালো আয়নায় সে নিজেকে দেখেছে, কিন্তু মুখে ছিল শেয়ালের দাঁত, চোখ লাল, গলায় কালো সাপ পেঁচানো। সেই দিন থেকেই সে তওবা করল।

অন্যদিকে, এক দরিদ্র মুরিদ আয়নায় নিজের পিছনে সাদা ডানা বিশিষ্ট ফেরেশতাকে দেখল। সে কাঁদতে কাঁদতে বলল "আমি তো মনে

করতাম আল্লাহ আমাকে ভুলে গেছেন।”

অধ্যায় ৫: নিষিদ্ধ কালো আয়না প্রস্তুতির পদ্ধতি (আংশিক)

প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র:

1. যেকোনো সাধারণ গোল বা চৌকো কাচের টুকরা (আয়না হলে ভালো, কিন্তু নতুন কাচও চলবে)
2. কালো স্প্রে পেইন্ট বা কালো কাপড়
3. এক ছোটো কাঁচের ফ্রেম
4. সুগন্ধি ধূপ (লোবান বা আগরবাতি)
5. এক গ্লাস বিশুদ্ধ পানি
6. সাদা মোমবাতি

অধ্যায় ৬: আমলের সময় ও পরিবেশ

আমল কেবল গভীর রাত বা ফজরের আগে করা যায়। ঘর সম্পূর্ণ অন্ধকার, শুধু একটি সাদা মোমবাতি জ্বলবে। ঘরে কুরআনের তেলাওয়াত চলতে থাকবে। আয়না দক্ষিণে রাখা হবে, তুমি বসবে উত্তর দিকে মুখ করে। ঘরের বাতাসে কস্তুরি বা লোবানের হালকা সুগন্ধ থাকবে।

অধ্যায় ৭: নিষিদ্ধ আমলের আংশিক অংশ (নিরাপদ ধাপ)

1. পবিত্র হওয়া: অযু করে ৩ বার সূরা ফাতিহা, ৩ বার আয়াতুল কুরসি, ৩ বার সূরা ইখলাস পড়ো।

2. দোয়া-এ-রুহুল-আয়ন: ৭ বার ধীরে বলো— “ইলাহি, ইফতাহ লি বাবাস-সিরি, ওয়ারিনি সুরাতি ফিল মালাকুত।”

3. নামের কম্পন: নিজের পূর্ণ নাম ঠোঁট নেড়ে ১১ বার বলো, মনে করবে সোনালী অক্ষরে আয়নায় ভেসে উঠছে।

4. নূরের শ্বাস: গভীর শ্বাস নিয়ে মনে বলো “ইয়া নূর”, ছাড়ার সময় বলো “ইয়া হাক্ক।”

5. দৃষ্টির পরিবর্তন: নিজের চোখ নয়, আত্মার চোখ দিয়ে আয়নার দিকে তাকাও।

এখান থেকে কুয়াশা, আলো, বা ছায়া দেখা শুরু হতে পারে। কিন্তু এখানেই থামতে হবে।

এর পরের ধাপ হরফ-এ-সুলাইমান, গায়েবি সীলমোহর, এবং ফেরেশতা বা শয়তান রূপ পূর্ণ প্রকাশ শুধু পেইড মাস্টার মেগাক্লাসে শেখানো হবে।

অধ্যায় ৮: দেখা যায় কী?

কেউ ফেরেশতা রূপ দেখে— নূরের চোখ, শুভ্র পোশাক, সাদা ডানা। কেউ শয়তানি রূপ দেখে— বিকৃত মুখ, ধারালো দাঁত, কালো ধোঁয়া। দৃশ্য কয়েক সেকেন্ডের বেশি সহ্য করা কঠিন।

অধ্যায় ৯: দেখা পরবর্তী প্রভাব

ফেরেশতা রূপ দেখলে মন নরম হয়, গুনাহ ছাড়তে শুরু হয়। শয়তানি রূপ দেখলে জীবন বিপর্যস্ত হতে পারে— হঠাৎ অসুস্থতা, ভয়, বা খারাপ স্বপ্ন দেখা শুরু হয়।

অধ্যায় ১০

সুপার মেগাক্লাস: আত্মার কালো আয়না Unlock — নিজের ফেরেশতা বা শয়তান রূপ দেখার নিষিদ্ধ বিদ্যা

১২টি আত্মা-কাঁপানো টপিক:

1. সুলাইমানি আয়নার হারিয়ে যাওয়া চাবি — সেই গোপন হরফ যা একবার সক্রিয় করলে তোমার সামনে অদৃশ্য জগতের দরজা খুলে যায়।

2. মালাকুতের রক্তচুক্তি — ফেরেশতা বা শয়তানের সাথে আত্মার প্রথম অঙ্গীকার উন্মোচন করার আমল।

3. আত্মার আসল চেহারা দেখা — আয়নাতে নিজের ফেরেশতা-রূপ বা অন্ধকার রূপ দেখতে বাধ্য করার হরফ-সংযোগ।

4. ৭টি শয়তানি ছায়া ও ৭টি ফেরেশতীয় আলো — কোন আলো বা ছায়া দেখলে বুঝবে, তোমার আত্মা কোথায় বাঁধা।

5.আত্মা-টানার আয়াত — সেই সিলমোহর ভাঙা আয়াত, যা পড়লে ফেরেশতা বা শয়তান তোমার সামনে রূপ ধারণ করে।

6. শয়তানের দেওয়া প্রতিশ্রুতি ফাইল — আয়নায় লুকানো সেই গোপন মুহূর্ত যখন আত্মা অন্ধকারে কোনো শর্তে সম্মত হয়েছিল।

7. ফেরেশতার দেয়া হারানো মুকুট — সেই আত্মিক উপহার যা একবার ফিরে পেলে দুনিয়া-আখেরাতের শক্তি বদলে যায়।

8. আয়না দিয়ে অতীতের গোপন অপরাধ দেখা — যা তুমি ভুলে গিয়েছ, কিন্তু তোমার আত্মা মনে রেখেছে।

9. আয়না দিয়ে ভবিষ্যতের মৃত্যুর দৃশ্য দেখা — নিজের মৃত্যু ও কবরের প্রথম রাত দেখা, হৃদয় স্থির না থাকলে চেষ্টা করো না।

10. রুহের রক্তস্মৃতি Unlock — তোমার আত্মা কোন যুদ্ধ, প্রেম বা শপথের সাক্ষী ছিল তা উন্মোচন।

11. গায়েবি হরফের আগুন-দরজা — আয়নাতে আগুন জ্বালিয়ে তার ভেতর দিয়ে অন্য জগতের পথে তাকানো।

12. রুহের গোপন ক্ষমতা জাগানোর নিষিদ্ধ প্রক্রিয়া — ফেরেশতা বা শয়তান থেকে আত্মা যে শক্তি উত্তরাধিকার পেয়েছে তা সক্রিয় করা।

৯৬ টি ফ্রি PDF বই পড়তে, ১৬ টি ফ্রী মেগাক্লাস ও ২৭ টি পেইড মেগাক্লাস করতে ভিজিট করো: tilismati-duniya.com ওয়েবসাইট

একটি হৃদয়গ্রাহী আহ্বান

দ্বীন প্রচারে আপনার অংশগ্রহণ

প্রিয় পাঠক,
আপনি এই বইটি পড়ছেন, মানে আপনি আল্লাহর প্রেমে ডাকার সেই পবিত্র পথে পা রেখেছেন।এই বইয়ের প্রতিটি বাক্য হতে পারে আপনার আত্মার জাগরণ, আরেকজনের হিদায়াতের দরজা। আমাদের তরিকার উদ্দেশ্য একটাই-আল্লাহর প্রেম ছড়িয়ে দেওয়া, মানুষকে তার আসল পরিচয়ে-আত্মার মুক্তির পথে-ফেরানো।
কিন্তু এই মহান পথে একা হাঁটা কঠিন। এই দাওয়াত যদি ছড়িয়ে না পড়ে, তবে আলো থাকলেও অন্ধকার থাকবে।

আজকের যুগে প্রযুক্তি দ্বীনের বড় মাধ্যম।
আমরা AI ভিডিও, ডিজিটাল বুকলেট, ও সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তরিকার বার্তা ছড়িয়ে দিতে চাই- যাতে একেকটি পোস্ট হয় একেকটি হিদায়াতের সেতু।
কিন্তু এই কাজের খরচ একার পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়।
আপনার একটি ছোট দান হতে পারে এই বিশাল কাজে একটি দীপ্ত আলো।

"যারা আল্লাহর পথে খরচ করে, তাদের উপমা একটি বীজের মতো-
যা সাতটি শীষে বাড়ে, আর প্রতিটি শীষে থাকে একশ দানা।"

(সূরা বাকারা: ২৬১)

"যে ব্যক্তি দ্বীনের জ্ঞান ছড়ানোর জন্য খরচ করলো,সে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করলো।"
(তিরমিজি)

আপনার একটি লাইক, শেয়ার, বা কমেন্ট-হতে পারে কারো হিদায়াতের কারণ।
আপনার একটি গোপন দান-হতে পারে আখিরাতে প্রকাশ্য পুরস্কারের কারণ।
আপনার সামান্য সহায়তা হয়ে উঠুক অনন্ত সওয়াবের সঞ্চয়।

(হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির)

01890261223
বিকাশ পার্সোনাল : 01890261223
নগদ পার্সোনাল: 01890261223
উপায় পার্সোনাল: 01890261223
রকেট পার্সোনাল: 018902612235

ব্যাংক একাউন্ট নাম্বার:
Name: Saifullah Mansur
A/C No: 0309501022675
Bank: Sonali Bank Ltd.
Branch: College Road, Barishal
Routing: 200060732